প্রথম আলো

তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে সমস্যার পাহাড়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হালচাল ৩
ভিক্টোরিয়া কলেজ

- সামান্য বৃষ্টিতেই তলিয়ে যায় ক্যাম্পাস, শ্রেণিকক্ষে পানি ওঠে
- ২২ হাজার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ১৩৭

মোশতাক আহমেদ ও গাজীউল হক ●

শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়ার এমনই হাল যে, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই অনুপস্থিত থাকেন। শিক্ষকের অভাব, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকা, জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন সমস্যার পাহাড় জমেছে ২২ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী থাকা ওই কলেজে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, ১১৭ বছরের পুরোনো ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। সম্প্রতি ওই কলেজে গেলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একযোগে বলেছেন, কলেজের সমস্যাগুলোর কথা সংশ্লিষ্ট সবাই কমবেশি জানেন। কিন্তু সমাধানের উদ্যোগ কেউ নেন না। ফলে উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন এই কলেজের পড়াশোনার মান খারাপ হতে হতে এখন তলানিতে ঠেকেছে।

কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, অনুপস্থিত থাকার বড় কারণ হলো, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসতে চায় না। এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকে অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষার পরই প্রাইভেট পড়ে একাদশের সিলেবাস শেষ করে ফেলে।

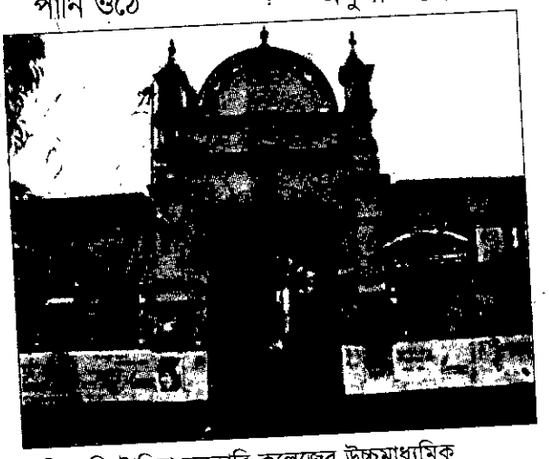

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের উচ্চমাধ্যমিক ক্যাম্পাসের ফটক ● ছবি : প্রথম আলো

কলেজটি প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৯ সালে। উচ্চমাধ্যমিক ছাড়াও বর্তমানে ২০টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। আছে স্নাতক (পাস কোর্স)।

কলেজে শিক্ষকের পদ আছে ১৫৬টি। এসব পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন ১৪৯ জন। তবে ১৫ জন শিক্ষক সংযুক্ত (অন্যত্র পদায়ন কিন্তু সাময়িক সময়ের জন্য এই কলেজে) আছেন। একাধিক শিক্ষক বললেন, দিনে দিনে শিক্ষার্থী বাড়লেও সে অনুযায়ী শিক্ষকের পদ বাড়েনি।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে সমস্যার পাহাড়

শেষ পৃষ্ঠার পর

গত ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ছিল ১: ১৩৭ জন।

আশির দশকে করা এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যেসব বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়, সেগুলোর প্রতিটিতে কমপক্ষে ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু ফিন্যান্স ও মার্কেটিং বিষয়টি চার বছর আগে চালু হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষকের একটি পদও সৃষ্টি হয়নি। হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকেরা অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে বিভাগ দুটি কোনোমতে চালু রেখেছেন। এ ছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাঁচটি, ইসলামের শিক্ষায় পাঁচটি, উদ্ভিদবিদ্যায় পাঁচটি, প্রাণিবিদ্যায় পাঁচটি, পরিসংখ্যানে তিনটি, সমাজকর্মে পাঁচটি করে পদ আছে। অথচ এগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মিতা সফিনাজ বলেন, একজন অতিথি শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নিলেও হিমশিম খেতে হয়।

কলেজের সাবেক ছাত্র ও বর্তমান উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবু তাহের বলেন, প্রায় ৩০ বছর ধরে এই কলেজে শিক্ষকতা করছেন। আগে লেখাপড়ার মান ছিল অনেক ভালো। কারণ, শিক্ষকদের মান ছিল ভালো। বোর্ডের মেধাতালিকায় শীর্ষে থাকত এই কলেজের শিক্ষার্থীরা।

ঠিকমতো ক্লাস হয় না, অনুপস্থিত বেশি: ২১ সেপ্টেম্বর কলেজের উচ্চমাধ্যমিক ক্যাম্পাসে গিয়ে এক ছাত্রের কাছে জানতে চাই, কী কী ক্লাস আছে। দ্বাদশ শ্রেণির এই ছাত্র বললেন, প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাস হয়নি। তার আগের দিনেও ক্লাস হয়নি। পরে একটি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে দেখা গেল, এক শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন। অনুমতি নিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখা গেল, ১৭ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত। অথচ মানবিকের এই শাখায় মোট শিক্ষার্থী ১৫০ জন।

কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বললেন, উচ্চমাধ্যমিকের একাদশ শ্রেণিতে মোটামুটি ভালো ক্লাস হলেও দ্বিতীয় বর্ষে ক্লাসে উপস্থিতি একেবারেই কমে যায়।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে অনুপস্থিতির চিত্র আরও খারাপ। ক্যাম্পাস থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ধর্মপুর এলাকায় ডিগ্রি ক্যাম্পাসে কলাভবনের সামনে কথা হয় এক ছাত্রের সঙ্গে। মো. মহসীন নামের ওই শিক্ষার্থী বললেন, তিনি ডিগ্রি পাস কোর্সে (বিবিএস) তৃতীয় বর্ষে পড়েন। কিন্তু তাঁদের ক্লাস হয় না। প্রথম বর্ষে কিছু ক্লাস হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে কোনো ক্লাসই হয় না। তাহলে কলেজে কেন এলেন—জবাবে তিনি বলেন, এক 'বড় ভাইয়ের' কাছে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে এসেছেন।

বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা সবাই কোনো না কোনো বিষয় প্রাইভেট বা কোচিংয়ে পড়েন।

উপাধ্যক্ষ বললেন, কিছু শিক্ষকের দুর্বলতার কারণে ছাত্রছাত্রীরাও ক্লাসে আসতে আগ্রহ পায় না। বাধ্য হয়ে প্রাইভেট-টিউশনিতে ঝুঁকে পড়ে।

ঢাউস ভর্তি, শ্রেণিকক্ষ ছোট: বর্তমানে স্নাতকে (সম্মান) প্রতিবছর হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩১০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ ছাড়া সমাজকর্মে ২৯০, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে ২৮৫ জন করে, বাংলা ও ইংরেজিতে ২২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অথচ আলাদা শাখা নেই।

অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ বললেন, কলেজে দেড় শ জনের বেশি পড়ানোর মতো কোনো শ্রেণিকক্ষ নেই। বর্তমানে শ্রেণিকক্ষ আছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে ৭৩টি ও উচ্চমাধ্যমিকে ২২টি।

একজন শিক্ষক বললেন, মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। কলেজে একটি গ্রন্থাগার থাকলেও দুপুরে কোনো শিক্ষার্থীকে পাওয়া যায়নি।

সীমিত আবাসনব্যবস্থাও ভঙ্গুর: কলেজের জন্য কাগজপত্রে চারটি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস থাকলেও বাস্তবে আছে তিনটি। এগুলোতে বড়জোর এক হাজার শিক্ষার্থী থাকতে পারেন। কুমিল্লা সিটি করপোরেশন একটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করলেও তাতে থাকছেন কিছু ছাত্র। রিহাবুল আলম নামে এক ছাত্র ভবনের সামনের পুকুর দেখিয়ে বলেন, এই ময়লা পানিতেই গোসল করতে হয়। টয়লেটের অবস্থা শোচনীয়। পশ্চিম পাশের ভবনের অবস্থা আরও খারাপ।

জলাবদ্ধতা বড় সমস্যা: কলেজের দুটি ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, দুটি মাঠসহ আশপাশ জলাবদ্ধ থাকে। কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে আছে জলাবদ্ধতার কারণে। সামান্য বৃষ্টিতেই ক্যাম্পাস ও শ্রেণিকক্ষ ডুবে যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক বলেন, নালা করে পানিনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এ সমস্যা থাকবে। কিন্তু এই নালা করার জন্য আশপাশের বাড়িঘরের কিছু সমস্যা হতে পারে। এ জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন না।

নিষ্ক্রিয় খাতেও ফি আদায়: কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া বিভিন্ন ধরনের ফির হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর ২৫-২৬ ধরনের ফি আদায় করে। এর মধ্যে কিছু কিছু খাত আছে, যেগুলোর কোনো কার্যক্রম চালু নেই। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির ভর্তির সময় ২৬ ধরনের ফি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম খাত ছাত্র সংসদ বাবদ একেকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ২৫ টাকা। অথচ ছাত্র সংসদ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। 'উন্নয়ন তহবিল' ফি নামে নেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীপ্রতি ২০০ টাকা। সরকারি একটি কলেজে উন্নয়ন ফি নেওয়াটা কতটুকু যৌক্তিক, তা নিয়ে শিক্ষার্থীরাই প্রশ্ন তুলেছেন। চিকিৎসা ফি নেওয়া হচ্ছে ২০ টাকা করে, কিন্তু কোনো চিকিৎসাকেন্দ্র নেই। কলেজের সব শিক্ষার্থীর কাছ থেকেই কমবেশি একইভাবে ফি নেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ যে টাকা আদায় করে, সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা সুবিধা পান না। কলেজে নিজস্ব একটি বাস রয়েছে। তবে আরও ছয়টি বাস ভাড়ায় চলে।

কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম মিয়া বলেন, এই কলেজের বড় সমস্যা জলাবদ্ধতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। ক্লাস যাতে নিয়মিত হয়, সে জন্য অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি, আবাসনসংকট নিরসনসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কলেজ প্রশাসনের পাশাপাশি সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে।